ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অভিভাষণ।

শ্রদ্ধেয় গিরিশ বাবু, অধ্যাপকবৃন্দ, ও উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ! ছাত্রদের কাছ থেকে যখনই আমার কোন ডাক এসেছে আমি না বল্‌তে পারিনি। তাই তোমাদের এবং আমার মাষ্টার মশাই এই নৃপেন বাবু যখন বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রদের হয়ে আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রলেন তখনই আমি রাজি হয়েছিলুম, এবং খুব আনন্দের সঙ্গেই হয়েছিলুম। কারণ আমি নিজেকে ছাত্র মনে করি। যখন কলেজে পড়েছি তখনও নিজেকে ছাত্র মনে করেছি, কলেজ ছেড়ে যখন প্রফেসার ছিলুম তখনও নিজেকে ছাত্র মনে ক'রতাম, আর এখনও নিজকে ছাত্র মনে করি। ছাত্রদের লক্ষ্য হচ্ছে সত্য পথের সন্ধান করা। নানাদিক্ দিয়ে নানা মানুষ সত্যের সন্ধান করে; কলেজে থাকতে একভাবে, কলেজের বাইরে একভাবে, ও আজ অন্য ভাবে কর্চ্ছি। সেই হিসাবে নিজেকে ছাত্র মনে করি। তাই তাদের সঙ্গে মিশি। কিন্তু আজ আমি এখানে অভিনন্দন পাবার আশা করি নি। এ' অভিনন্দনের জন্য আমি তৈরী ছিলাম না। আমি মনে করেছিলাম, এটা একটা students' association—এখানে তাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্য পদ্ধতির আলোচনা হ'বে, দুই একটা ভাল কথা হবে—তা' শুন্‌ব।

তোমাদের অভিনন্দনের প্রশংসার কথা মনে ক'রলে আমার লজ্জা হয়, কারণ আমি জানি আমি উহার কত অযোগ্য। ছেলেবেলায় পড়েছিলুম Longfellwর লেখা—"My boat so small and thy ocean so wide" আমার সে কথা মনে পড়ছিল——দেশের কাজ কত বড়, কত ক'রবার আছে, কিন্তু আমরা কতটুকু ক'রেছি? দেশের স্বাধীনতা আজ কোথায়? সেই ১৯২১ সালের নন্-কো অপারেশন্ আন্দোলনের কথা মনে কর্লে আমাদের স্বীকার ক'রতেই হ'বে যে, তার তুলনায় দেশের আন্দোলন আজ কত পিছিয়ে পড়েথে; —ইহা অসত্য নয়। আজ সে দেশ পরাধীন ইহা আমাদেরই দোষ, আমরা যে উঠ্‌তে পার্চ্ছি না—এ আমাদেরই দোষ; এ কথা সত্য। তাই প্রশংসার কথা শুনলে আমার লজ্জা হয়। আমরা যুদ্ধে জিতি নাই—স্বরাজ লাভ করি নাই, আমরা যুদ্ধে হেরেছি। যুদ্ধে হেরে ফিরে আস্‌লে সে ত সৈনিকের

প্রশংসার কথা নয়! হারলে ত কেউ তা'কে প্রশংসা করে না! হেরেছি, তাই লজ্জা হয়। হেরেছি, তাই বলে চিরকাল হা'রব না। আমরা আবার চেষ্টা ক'রব। আমাদের এ' ধারণা আছে, নিশ্চয় আমরা স্বাধীনতা ফিরে পাব, যতদিন স্বাধীনতা ফিরে না আসে ততদিন উল্লাস কোথায়? দেশের উন্নতি বা অবনতি একজনার গুণে বা দোষ হয় না। কেউ যদি মনে করে, কেবল্ মহাত্মার দ্বারা দেশ স্বাধীন হ'বে, তবে সে ধারণা ভুল। আমার দ্বারা দেশের কতটুকু উপকার হ'বে? তোমরা যেমন আমাকে ভায়ের মত ডেকেছ, আমিও তোমাদিগকে বড় ভাইয়ের মত ব'লছি—এত অতিরঞ্জিত ক'রে কাউকে প্রশংসা করো না। একদিন মহাত্মা বলেছিলেন "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" তার মানে অপ্রিয় সত্য বলিবে না তাহা নহে, অপ্রিয় সত্যও বলা যাইতে পারে when it is tempered by love। তোমরা আমাকে তোমাদের বড় ভাই বলে ডেকেছ বলেই আজ এই অপ্রিয় সত্য ব'লছি যে, ভাষা একটু সংযত করে' প্রশংসা করো। আমরা সত্য চাই, কিন্তু অতিরঞ্জিত সত্য চাই না।

যা'ক্ ছাত্রদের কি করা উচিত আমি এখন সে সম্বন্ধ কিছু ব'লব। ছেলেবেলা থেকেই দেশের কথা প'ড়তাম। মনে আছে, বহুদিন পূর্ব্বে Sister Niveditaর 'Hints on Education' নামে একখানা বই পড়েছিলাম। তিনি বলেছেন যে, যদি শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'বার পর এ'দেশের ছাত্ররা কিছুদিন দেশের সেবা করে তা হ'লে দেশ স্বাধীন হ'তে পারবে। দেশকে সেবা ক'রবার সর্ব্বপ্রথম উপায় দেশে শিক্ষা বিস্তার করা, আমাদের দেশে এইটাই এখন প্রথমে প্রয়োজন। এদেশে শিক্ষিত লোকের কথা ছেড়ে দিন, একটু লিখতে পড়তে পারে (literate) এরকম লোকের পরিমাণ শতকরা মোটে ছয় জন। অনেকে মনে করেন ওসব গবর্ণমেণ্টের কাজ। কিন্তু ইংরাজরা আমাদের শিক্ষিত ক'রবে এ'টা মনে করা ভয়ানক ভুল। আজ এই দেড়শো বছরের ওপর ইংরাজ এ'দেশের শাসনভার নিয়েছে, এতদিনে শিক্ষার হার six per cent হয়েছে। Panjab এমন কি Bengalএ শিক্ষিতের হার কমে যাচ্ছে। আর ইংরেজদের কাছে এরকম আশা করাও অন্যায়, কারণ তারা এখানে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ক'রতে আসেনি; তারা

এসেছে তাদের দেশের—Englandএর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে। কাজেই এ'ভার আমাদের নিজের হাতেই নিতে হ'বে, এবং এই ছাত্রদেরই নিতে হ'বে। যদি প্রত্যেক ছাত্র শিক্ষা সমাপ্ত হ'বার পর কিছুকাল নিজের দেশে গিয়ে ,জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে, আমি বলি' তা'হ'লে ১০ বছরের মধ্যে literate man six per cent থেকে 50 % per centএ দাঁড়াবে। অথচ এ'কাজ ক'রতে বিশেষ ক্ষতি হ'বার সম্ভাবনা নেই। অনেক ছেলে B.A.,M.A. পাশ ক'রবার পর চাক্‌রী বাক্‌রীর জোগড়ে ক'রতে না পেরে এক বছর দু'বছর চুপ ক'রে বসে থাকে,। সেই সময়টায় তারা এই কাজ ক'রতে পারে।

তারপর একটি অপ্রিয় সত্য ব'লছি, কথাটি বোধ হয় অনেক ছেলের ভাল লাগবে না। Matric পরীক্ষা দেবার প্রায় তিন চারি মাস পরে ছেলেরা কলেজে ভর্ত্তি হয়, তারপর পড়াশুনা নিয়মিতভাবে আরম্ভ হতে মাস খানেকের ওপর চলে যায়। পরীক্ষার পর এই যে প্রায় ৬ মাসের ছুটি ছেলেরা পায় এটা তারা কত কাজে লাগাতে পারে। একটী নয় দু'টি নয়, গত বছরে আঠার হাজার ছেলে পরীক্ষা দিয়েছিল ; এইসব ছেলেরা যদি ছয় মাস বিনা মাহিনায় নিজ নিজ গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখায় তা'হলে কত কাজ হয় বল দেখি। অথচ এ'সময়টা ছেলেরা একেবারে বাজে নষ্ট করে। আমি বিক্রমপুরে দেখেছি ছেলেরা আট দশ ঘণ্টা তাস খেলে, কেউ বা মাছ ধরে। তাও মাছ ধরতে একটু শারীরিক পরীশ্রম দরকার, তাই মাছ ধরার দিকে বেশী ছেলে যায় না, প্রায় সকলেই তাস পাশা খে'লে সময় নষ্ট করে। যেন কোন রকম সময়টা কাটিয়ে দিতে পারলেই হ'ল। এদের মধ্যে যে সকলেই কাজ ক'রতে পা'রবে বা ক'রবে এ' আমি আশা করি না। কিন্তু যদি ১০০০০ হাজার ছেলেও নিজ নিজগ্রামে লেখা পড়া শেখাবার ভার নেয়, যারা স্কুলে যায় না তাদের পড়ায়—সকালে হোক্ দুপুরে হ'ক্, সন্ধ্যায় হোক্ যখন শিক্ষক এবং ছাত্রদের সুবিধা, তা হ'লে যথেষ্ট কাজ হয়। এখানে একটা কথা উঠতে পারে, যা'রা পড়াবে তা'রা ত মাস ছয় পরে কলেজ session আরম্ভ হ'লে সহরে চ'লে আসবে তখন গ্রামের ছাত্রদের কি হবে ? তখন তারা ছ'মাস ছুটী ভোগ ক'রবে

ছ'মাস পরে ফোর আর একদল ছেলে আসবে পরীক্ষা দিয়ে, তখন তা'রা এভার নেবে (এই যে তোমরা কলেজে প'ড়ছ এক বছর পরে হিসেব করে দেখো ত কত দিন বাস্তবিক কলেজ খোলা থাকে। রোজইত ছুটী, হিন্দুদের বারো মাসে তের পার্ব্বণ, মুসলমানদের পরব, খৃষ্টানদের ধর্ম্মোৎসব, গ্রীষ্মের ছুটী ইত্যাদিতে এক বছরে মোটের উপর প্রায় ছ'মাস ছুটী পাও। আমি ত বলি matric থেকে M. A. পর্য্যন্ত প'ড়তে যে ছ'বছর লাগে সেটা তিন বছরে ঠিক হয়। গ্রামে এই রকম 'ছমাস পড়িয়ে ছ'মাস ছুটী দিয়ে যা' কাজ হ'বে সেও বড় সামান্য নয়'। কিন্তু ক'রবার ইচ্ছা থাকা চাই, তা' না হ'লে এখানে কেবল lectureএ কি হ'বে? আজ আমি এলুম lecture দিলুম, কাল আর একজন এলেন lecture দিলেন তা'তে কি হ'বে? ছাত্র-সম্মিলনী যদি কাজ ক'রতে চায় ত এই সব কাজ হাতে নিতে হ'বে। আর এ'রকম শিক্ষাদান খুব সহজেই হ'তে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা দিতে খুব বড় বাড়ীর দরকার নেই, টেবিল চেয়ার ও দরকার নেই; গাছতলায় মাদুর পেতে পড়ানো হ'তে পারে।

আর একটা কথা—গ্রামের স্বাস্থ্য। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যের যে কত অভাব তা' ব'লবার নয়। কিন্তু এ' আমাদের নিজের দোষ; আমরা যদি উদাসীন হই ত কিছু হবে না। স্বাস্থ্যের কথা আমরা বইতে পড়ি কিন্তু কিছুই মানি না। অনেকেই ঘরদেয়ালে, মেঝেয় থুথু ফেলেন, আমি এ'টা ভয়ানক অপছন্দ করি। এ বিষয়ে আমি পুরাদস্তর সাহেব। মহাত্মাজী একবার young India তে লিখেলিলেন, প্রথমবার কলিকাতা কংগ্রেসে যখন তিনি আসেন তখন তাঁকে এবং অন্য অনেকগুলি delegateকে একটী বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, দেয়ালে থুথু ফেলা ত দূরের কথা, কোন কোন delegate রাত্রে বারাণ্ডায় প্রস্রাব করছেন। এ'কথা ভা'বতে মনে কষ্ট হয়। আমরা আমাদের আলস্যের জন্য স্বাস্থ্যকে স্বহস্তে ধ্বংস করি। আমি Marwari Buildingএ দেখেছি কি সুন্দর সুন্দর বাড়ী, কিন্তু ভিতরে কি অপরিষ্কার, কি আবর্জ্জনা! আজ এখানে তোমাদের সিঁড়ী দিয়ে উঠবার সময়ও দেখলুম, দেওয়ালে থুথু, পানের পিচ—দেখে বড় কষ্ট হ'ল। Marwari Buildingএ দেখ'লে তত কষ্ট হয় না, কিন্তু এখানে

সব শিক্ষিত লোকদের স্থান, এখানে এ'রকম দে'খলে বড় বেশী মনে লাগে। রাস্তায় সকলেই থুথু ফেলেন, একপা এগিয়ে গেলেই নর্দ্দমায় ফেলতে পারেন, কিন্তু সেটুকু কষ্ট স্বীকার করাও তাঁরা দরকার বোধ করেন না। তোমরা হয়ত মনে ক'রছ, এ'সব কি সামান্য ছোট কথা? কিন্তু এ'সব ছোট কথা নয়। এই সব ছোট কাজের উপরে ঢের বড় কাজ নির্ভর করে।

কলিকাতার রাস্তায় সবাই প্রস্রাব করে, সাহেবরাও করে। রেলেও দেখেছি গাড়ীর মধ্যে থুথু ফেলে, বেঞ্চির ওপর পা তুলে বসে। ছাত্রেরা যদি এই সব দোষ শোধরাবার ভার নেয়, তারা যদি পথ দেখায় তো দুই বছরে সব ঠিক হয়ে যায়। এ সব আমাদের নিজেদের করা উচিত না কেবল Railway authorityর দোষ দিয়ে বসে থাকলেই হবে? Railway authorityর দোষ আছে বটে কিন্তু আমাদের নিজেদেরও দোষ। এই দেখ গ্রামে পচা পুকুর আছে, জঙ্গল আছে, সব malaria, kala-azar ইত্যাদির আড়ৎ, এসব তোমরা পরিষ্কার করতে পার। পল্লীগ্রামে অনেক শিক্ষিত লোক আছেন, বড় বড় বাড়ীতে থাকেন; কিন্তু তাঁরাও এসব কাজের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। তবে বলতে পার তাঁরা সব বুড়ো হয়ে গেছেন। কিন্তু তোমরা তো একদিন বুড়ো হবে, তোমাদের মধ্যে যদি এখন নেকে সেই সংস্কারের ভাবটা না আসে তাহলে বুড়ো হলে কি আর তোমরা কিছু করবে। Saklatvala বলেছেন "আজকালকার ছেলেদের মধ্যে চাই Revolutionary mentality" আমি তাই বলি। Revolutionary mentality মানে স্বেচ্ছাচার বা অত্যাচার নয়, এর মানে যা কিছু অন্যায়, যা কিছু অমঙ্গল তারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

আর একটা কথা। দেখ, আমাদের দেশে প্রায় সকলেই উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ইত্যাদি। অনেকেই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন কিন্তু Natural wealth কেউ produce করেন না। যারা করে তাদের খাই।

উকীল মোক্তার যত টাকাই রোজকার করুক তাতে কেবল রামের টাকা শ্যাম পায়, Natural wealth না produce করলে দেশের আর্থিক উন্নতি

হতে পারে না। এবিষয়ে দুই মত হতে পারে না। যদি ইচ্ছা করি তো ডাক্তার উকিল থেকেও এমন কোন কাজ করতে পারি যাতে জাতীয় সম্পদ বাড়ে। ভারতের দুর্দ্দশা সকলেই স্বীকার করে তোমরাও করো। কিন্তু সে দুর্দ্দশা কি করে ঘোচানো যাবে! Industry কিম্বা Agriculture না হলে জাতীয় সম্পদ বাড়তে পারে না। কিন্তু Industry, Agriculture পড়াশুনো করতে করতে বা অন্য কাজ করতে করতে করা যায় না। কাজেই এমন কাজ চাই যা সর্ব কাজ রেখেও করতে পারা যায়। আমি একথা জোর করে বলতে পারি যে চরকাই একমাত্র উপায় যাতে জাতীয় সম্পদ বাড়াতে পারি। বঙ্গলক্ষ্মী কটন্ মিলে গিয়ে সকলে সুতা তৈরী করতে পারে না। কলিকাতায় বসে মাদুর বুনতেও সকলে পার না। চরকাই হচ্ছে একমাত্র উপায় যাতে ১০ বছরের ছেলে থেকে ৬০ বছরের বুড়ো পর্য্যন্ত সকলেই সুতা কাটতে পারে। মেয়েরাও অতি সহজে পারে। যদি প্রত্যেক ভারতবাসী, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, রোজ ১ ঘণ্টা করে চরকা কাটে তাহলে বিদেশ থেকে যা সুতো আসে তার চেয়ে ঢের বেশী সুতা তৈরী হয়। অনেকে সন্দেহ করে সকলে একাজ করবে কিনা। কিন্তু সন্দেহ তো সবেতেই আছে। যারা সন্দেহ করে তাদের আমি বলি করে দেখ। সাঁতার দিয়ে নদী পার হওয়া যায় কিনা এটা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ৫০০ বছর তর্ক করলেও ওপারে গিয়ে পৌছানো যাবে না। নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া চাই। পথ দেখানো চাই। বৈজ্ঞানিক যখন দেখেছ theoritically right তখন practically করে। তোমরা বোধ হয় জাত Prof. যখন Artificial diomond তৈরী করেন তখন কতবার বিফল হয়েছিলেন। কতবার চেষ্টা করিবার পর তবে কৃতকার্য্য হয়েছিলেন। তিনি উল্কা analyse করে দেখেন, তাই থেকে তাঁর ধারণা হল যে mowden ironএর মধ্যে Carbon থাকলে Sudden pressureএ diamond হবে। তিনি করে দেখলেন, diamond হল না, graphite হল। বুঝলেন যে Sufficiently high temperature হয় নি। তখন তিনি electric furnace তৈরী করতে আরম্ভ করলেন, electric furnace তৈরী হ'ল, কিন্তু তাতেও graphite হল, তখন তিনি iron ছেড়ে lead নিলেন lead সহজেই গলে। moulder

leadএর মধ্যে Carbon ঢেলে দেন। এবারেও graphite হল বটে কিন্তু একটুখানি diamondও পেলেন। এত বাধা সত্ত্বেও তিনি ছেড়ে দেন নি বলেই শেষে সফল হয়েছিলেন এখানে অনেকেই বিজ্ঞান পড়েছেন, তাঁহাদের বলি এ'রকম ধৈর্য্য চাই, একটা spirit of research চাই। নইলে শুধু সমালোচক হলে চলবে না। আমাদের ব্যথা, আমাদের দরদ থাকা চাই। আমাদের মনে করা উচিত যে দেশের উন্নতি করতেই হবে। মায়ের মনে ছেলের দুঃখে যেরকম দরদ জাগে, দেশের দুর্দ্দশাতে আমাদের মনে সেই রকম দরদ হলে তবেই আমরা দেশের উন্নতির জন্য প্রাণ দিয়ে খাটতে পারবো। আমি আশা করি ছাত্ররা চরকার কথা ভেবে দেখবেন। চরকাতে distribution wealth টা খুব ভাল ক'রে হয়।

আর একটা কথা খদ্দর পরা সকলেরই উচিত। অনেকে মনে করবেন ২৲ টাকায় মিলের কাপড় পাব তার জায়গায় ৫৲ টাকা দিয়ে খদ্দর কেন কিন্‌তে যাব? খদ্দর ৫৲ টাকা দিয়ে কিনলেও আমাদের লাভ কারণ এই ৫৲ টাকার এক পয়সা পর্য্যন্ত দেশে থাকবে। এতে দেশের লোক আর্থিক উন্নতি করতে পারবে। এত কথা বলবার দরকার নেই। এক কথায় আপনারা দেশকে বুঝতে শিখুন, আপনারা মানুষ হোন। একথা সবাই বলবে। Universityও এই কথা বলবে মাষ্টার মহাশয়রাও এই কথা বলবেন। সমস্ত লেখাপড়ার উদ্দেশ্যেই তাই। যদি আমি সামনের বছর শুনতে পাই যে এই বছর Summer vacationএ ছাত্ররা কিছু কাজও করেছে তাহলেই ছাত্রসম্মিলনী সার্থক হবে। অনেকে বাঙ্গালীদের একটা দোষ দেন; বাঙ্গালীরা Sentimental. আমি মনে করি বাঙ্গালী যে Sentimental তা গৌরবের কথা এবং আশা করি তোমরা তা প্রমাণ করবে।

এই অভিনন্দনের ধন্যবাদ দিলে বোধহয় সেটা অন্যায় হবে, তবে এইটুকু বলি যে এতে তোমরা যা বলেছ তা মানতে চেষ্টা করো বরং আমাকে যে সব বিশেষণ দিয়েছ তার উপযুক্ত হও এই ভগবানের প্রার্থনা করি।